কুষ্টিয়ায় ভূমি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু

কুষ্টিয়া জেলায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবায় ইনফরমেশন টেকনোলোজির প্রয়োগ শীর্ষক চারদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সামাজিক দূরত্ব মেনে মিরপুর উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়।

বরিশাল বিভাগের মূল এবং খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার তরফদার মো: আক্তার জামীল এ প্রশিক্ষণ কমর্সূচির শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিংকন বিশ্বাস, মিরপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাকিবুল হাসান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোর্স পরিচালক ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাহিদ হাসান খান।

প্রশিক্ষণে ভূমি ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ, ভূমি তথ্য সেবা ও কাঠামো, ই-মিউটেশন, ইউনিয়ন ও উপজেলা ভূমি অফিসের রেজিস্টার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করণ, নামজারি রিভিউ ও মিস মোকদ্দমা, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ও প্রতিবেদন প্রেরণ, রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা, খাসজমি ও সায়রাত মহল ব্যবস্থাপনা, এসএফ লিখন পদ্ধতি, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও ভূমি সেবায় ইনফরমেশন টেকনোলজি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

জনদুর্ভোগ ও হয়রানি বন্ধে ইনফরমেশন টেকনোলজির ব্যবহার একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। সে লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়নের লক্ষে ল্যান্ড ইনফরমেশন

ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) প্রণীত হয়েছে। দেশের সবকয়টি জেলাতে ই-মিউটেশন চালু করা হয়েছে যার সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। খুব শীঘ্রই ভূমি উন্নয়ন করের দাবী নির্ধারণ এবং আদায়ও অনলাইনে সম্পদিতত হবে।

এছাড়া ভূমি সংক্রান্ত সেবা সহজ করতে সারাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান পদ্ধতিকে অটোমেশনের আওতায় আনার কাজ চলছে। তিনি হয়রানিমুক্ত পরিবেশে সেবা প্রদানের জন্য ভূমি অফিসের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের আহবান জানান। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি রিসোর্স পার্সন হিসেবেও তিনটি সেশন পরিচালনা করেন।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া জেলার সর্বমোট ১৫ জন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, সার্টিফিকেট সহকারী, সার্ভেয়ার অফিস সহকারী ও নামজারী সহকারীবৃন্দ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন।

কুষ্টিয়ার নৌকায় সামাজিক দূরত্বের বালাই নেই

কুষ্টিয়ার বড়বাজার ঘোড়ারঘাট শহরের সাথে ওপারের প্রায় ১০টি গ্রামের যোগাযোগের একমাত্র ভরসা। যেখান দিয়ে প্রতিদিন শহরে আসে প্রায় হাজার দশেক মানুষ। এদের পারাপারের একমাত্র বাহন নৌকা। কিন্তু এই পারাপারের সময় সামাজিক দূরত্বের বালাই মানছেন না অনেকেই। গতকাল শুক্রবার সরেজমিনে গিয়ে এই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। আগেও যেভাবে পারাপার ঘটত এখনও সেরকই ঘটছে।

প্রতিদিন ভোর ৫ টা থেকে শুরু হয় নৌ পারাপার। চলে রাত পর্যন্ত। কুমারখালি উপজেলার কয়া, গোট্টিয়া, শিলাইদহ, বানিয়াপাড়া, কালুয়া সহ আরো বিভিন্ন গ্রামের মানুষ প্রতিদিন শহরের আসা যাওয়া করছে। কারো শহরে আসতেই হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে। এদের পারাপারের জন্য রয়েছে কয়েকটি মেশিন চালিত নৌকা। ঐসব গ্রামগুলোর অসংখ্য মানুষের এপাড়ে শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে।

একটি নৌকার চালক আসকার আলী জানান তিনি ঠিকভাবেই অবগত আছেন বর্তমান করোনা ভাইরাসের কারণে সামাজিক দূরত্বের বিধির বিষয়টি। কিন্তু তার কিছু করার নেই বলে জানান তিনি। আসকার জানান প্রথম কয়েকদিন ঘাট কতৃপক্ষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পরে জনগনই মানেনি বিষয়টি। বরং নিয়ম মানাতে গিয়ে তাকে গালি খেতে হয়েছে জনগনের কাছে।

“সবারই খুব তাড়া, জীবনের মূল্যের চেয়ে পার হওয়াটাই যেন সবার কাছে বেশি জরুরি,” মাঝিটি জানান। এ প্রতিবেদক ঘাটে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ট্রিপ লক্ষ্য করেন। দেখতে পান এক একটি বার প্রায় শ’য়ের কাছাকাছি মানুষ পার হয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে আসছে। নৌকার সাইজ অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে চললে সেখানে থাকতে পারে বড়জোড় ২০ থেকে বাইশ জন।
গাদাগাদি করে একে অপরের গায়ে ঠেস দিয়ে পারাপার চলছে।

সকালের দিকে মানুষের চাপ বেশি থাকে। কারণ এ সময় দোকান খোলা হয়। তারা শহরে এসে ব্যবসা শুরু করেন। অন্যদিকে চাপ বাড়ে বিকেলের পরপরই কারণ তখন বন্ধ হয়ে যায় সব দোকানপাট। জিজ্ঞেস করা হয় বড় বাজারের ব্যবসায়ী নদীর ওপাড়ে কয়া গ্রামের মাহবুবার রহমানকে। তিনি একটি ট্রিপে পার হয়ে এলেন।

কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলা স্বপন বলেন, কোনভাবেই মানছে না ঘোড়াঘাট বড়বাজার ঘাট কর্তৃপক্ষ সামাজিক দূরত¦ বজায় না রেখে কোনো নিয়ম-কানুন ছাড়াই চলছে ঘোড়াঘাট বড়বাজার পারাপার ঘাট টি। জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মেহেরপুরে করোনায় আ.লীগ নেতার মৃত্যু

মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক অর্থ সম্পাদক আব্দুল মহি লাল্টু (৬৫) মারা গেছেন।

শনিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। আব্দুল মহি মেহেরপুর শহরের

নতুন পাড়ার মৃত মোহর আলী মুক্তারের ছেলে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. মোঃ নাসির উদ্দীন জানান, আব্দুল মহি লাল্টু গত ৪ দিন যাবৎ মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গতকাল শুক্রবার রাতে তার নমুনা পরীক্ষার ফলাফলে করোনা পজিটিভ আসে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোেও তিনি মারা গেছেন। সরকারী স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী আব্দুল মহি লাল্টুর লাশ দাফন করা হবে।

তিনি আরো জানান, এই প্রথম করোনা আক্রান্ত হয়ে মেহেরপুেও কেউ মারা গেলেন। এর আগে যে তিন জন মারা গেছেন তারা সকলেই উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন। পরে তাদেও করোনা পজিটিভ ফলাফল আসে।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় ১৫শ’১৩ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আক্রান্ত ৩৯জন। সুস্থ ১৬ জন ।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর শহরের দুই জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে রনি হোটেলের মালিক জীবন ও মোহর মুক্তার আলীর ছেলে মহিদ (লাল্টু) নামে নতুন করে দুই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাস এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি আরো জানান, আক্রান্ত দুই জনই মেহেরপুর শহরের। এদের মধ্যে রনি আবাসিক হোটেলের মালিক জীবন এবং নতুন পাড়ার (চুলকানি মোড় এলাকার) মহিদ। মহিদ আশংকাজনক অবস্থায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এনিয়ে মেহেরপুরে মোট ৪১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৬ জন

সুস্থ হয়েছেন। ৩ জন মারা গেছেন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২২ জন।

করোনা আক্রান্ত হয়ে আমঝুপির সন্তান অ্যাড. শেখ নাসির উদ্দিনের মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের সন্তান সুপ্রিম কোর্টের আয়কর আইনজীবী শেখ নাসির উদ্দিন (৭২) করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর রিজেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

শেখ নাসির উদ্দিন মুজিবনগর সরকারি কলেজে প্রভাষক জাহির হোসেন চঞ্চলের চাচা। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী ও তিন কণ্যা সন্তান রেখে গেছেন। ১০ দিন আগে তিনি করোনায় আক্রান্ত হলে তাকে রাজধানীর রিজেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

রাজধানীর কবরস্থানে বেড়েছে লাশ দাফন

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের ব্যবস্থাপনায় থাকা মোট ৯টি কবরস্থানে হঠাৎ বেড়েছে লাশ দাফনের সংখ্যা। মে মাসে দাফনের সংখ্যাকে অস্বাভাবিক বেশি বলছেন কবরস্থান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা। আগের মাসে কিংবা কোনো এক দিনে ‘এত কবর’ খোঁড়েননি বলে জানিয়েছেন গোরখোদকরাও।

দাপ্তরিক তথ্যানুযায়ী এখন পর্যন্ত আজিমপুর কবরস্থানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া শুধু চার ব্যক্তির লাশ দাফন করা হয়েছে। সেগুলো হলো—দেশে প্রথম করোনায় মারা যাওয়া আফসার উদ্দিন ভূঁইয়া, সরকারি কর্মকর্তা জালাল সাইফুর রহমান ও তৌফিকুল আলম এবং জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের লাশ।

গত ৩০ মে পর্যন্ত করোনাভাইরাসে মারা যাওয়া ১৯১ জনকে কবর দেওয়া হয় খিলগাঁওয়ের তালতলা কবরস্থানে। কিন্তু পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১ মে থেকে করোনায় মারা যাওয়াদের দাফন করা হচ্ছে রায়েরবাজার কবরস্থানে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়াদের রায়েরবাজার কবরস্থানের বাইরে অন্য কোথাও দাফনের অনুমতি নেই। কিন্তু অন্য কবরস্থানগুলোর সঙ্গে রায়েরবাজারেও মে মাসে বেড়ে গিয়েছিল দাফনের সংখ্যা।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আজিমপুর কবরস্থানে এপ্রিল মাসের চেয়ে মে মাসে ২৬১টি বেশি লাশ দাফন করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে কবরস্থানটিতে দাফন করা হয় ৭৭৩টি লাশ। কিন্তু মে মাসে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৩৪টি। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত দাফন করা লাশের মাসিক গড় ছিল ৭৭৯.৫০টি। এদিকে চলতি জুন মাসের গতকাল (১৮ জুন) বিকেল পর্যন্তই ৫৭৫টি লাশ দাফন করা হয়েছে এই কবরস্থানে। কবরস্থানটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।

জুরাইন কবরস্থানে এপ্রিল মাসে দাফন করা হয়েছিল ২৭২টি লাশ। কিন্তু মে মাসে কবরস্থানটিতে দাফন করা হয়েছে ৩৭০টি লাশ। অর্থাৎ জুরাইনে এপ্রিলের চেয়ে মে মাসে ৯৮টি বেশি লাশ দাফন করা হয়েছে। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে দাফন করা মরদেহের গড় ছিল ২৫৬.২৫ জন। চলতি মাসে গতকাল পর্যন্ত এই কবরস্থানে ১৯৭টি লাশ দাফন করা হয়েছে।

তবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাতটি কবরস্থানের মধ্যে উত্তরা ৪ ও ১২ নম্বর সেক্টরের দুটি কবরস্থানে এপ্রিল ও মে মাসের দাফনের সংখ্যার মধ্যে খুব একটা তফাত হয়নি। কবরস্থান দুটিতে এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে তিনটি লাশ বেশি দাফন করা হয়েছে। উত্তরা ৪ নম্বর কবরস্থানে এপ্রিলে ১৯টি এবং মে মাসে ২০টি লাশ দাফন করা হয়। উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর কবরস্থানে এপ্রিলে ২১ এবং মে মাসে ২৩টি লাশ দাফন করা হয়। তবে উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের কবরস্থানে এপ্রিলে ছয়জনের লাশ দাফন করা হয়। কিন্তু মে মাসে দাফন করা হয়েছে

১২টি লাশ। চলতি মাসের ১৮ দিনে উত্তরা ১২ ও ৪ নম্বর সেক্টরে ১২টি করে লাশ দাফন করা হয়েছে।

বনানী কবরস্থানে এপ্রিল মাসে ৭১টি লাশ দাফন করা হলেও মে মাসে দাফন করা হয়েছে ৯৫টি। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে এপ্রিল মাসে দাফন করা হয়েছিল ১৫১ জনের লাশ। কিন্তু মে মাসে ২০৮ জনের লাশ কবরস্থ করা হয়েছে। চলতি মাসের গত ১৮ দিনে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে লাশ দাফন করা হয়েছে ১৪৪টি।

এদিকে করোনাভাইরাসে মৃতদের রায়েরবাজার কবরস্থানে ৩১ মের আগে দাফন করা হয়নি বলে জানানো হলেও এই কবরস্থানেও মে মাসে আগের মাসের তুলনায় দাফনের সংখ্যা বেড়ে যায়। এপ্রিলে রায়েরবাজারে ১৬৬ জনের লাশ কবরস্থ করা হলেও মে মাসে সেই সংখ্যা ছিল ২৭২টি। এই মাসের গতকাল পর্যন্ত রায়েরবাজারে মোট ৩০০টি লাশ দাফন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৬০ জন করোনা আক্রান্ত ছিলেন বলে জানা গেছে।

কালের কণ্ঠ’র অনুসন্ধানে কেন হঠাৎ দাফনের সংখ্যা বেড়ে গেল সে ব্যাপারে নানা মত পাওয়া গেছে। কবরস্থানে নিয়ে আসা লাশ দাফনের সময় মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখানো বাধ্যতামূলক। তবে বাসায় মারা গেলে স্থানীয় কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে গেলে লাশ দাফনের সুযোগ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ কাউন্সিলর নিজের প্যাডে ‘স্ট্রোক’, ‘হার্ট অ্যাটাক’ এবং ‘স্বাভাবিক’ লিখে দেন। তবে মে মাসে চিকিৎসাকেন্দ্রের সনদের চেয়ে কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র দেওয়া অনেকটা বেড়েছে কবরস্থানগুলোতে। ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জানা যায় না।

ডিএসসিসি ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাধীন লালবাগের ১২৮/২ শহীদনগর দ্বিতীয় গলির বাসিন্দা লাইলী মুন্সী গত ৯ মে মারা যান। তাঁর লাশ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করার জন্য তাঁর পরিবার ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র নেয়। সেখানে ‘স্বাভাবিক’ মৃত্যু হিসেবে উল্লেখ করেছেন স্থানীয় কাউন্সিরর। একইভাবে ডিএনসিসি ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কাছ থেকে একই ধরনের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয় বাড্ডা এলাকার বাসিন্দা আছিয়া বেগমকে। মৃত্যুর কারণ হিসেবে ‘বার্ধক্য’ উল্লেখ করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর।

প্রত্যয়নপত্র সম্পর্কে ডিএসসিসির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. মোকাদ্দেন হোসেন জাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘কেউ মারা গেলে

আশপাশের লোকজনের কাছ থেকে আমরা জেনে প্রত্যয়ন করি। করোনার লক্ষণ নিয়ে দিনে মারা গেলে আমরা নমুনা সংগ্রহ করাই। কিন্তু রাতে মারা গেলে কিছু করার থাকে না।’

হঠাৎ দাফনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া নিয়ে কোনো ধরনের জরিপ বা গবেষণা পরিচালনা করা হয়নি সরকারি কোনো দপ্তর বা সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে। ফলে কর্মকর্তারা সুস্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারেননি। তবে কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে দাফন করা ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক অশনাক্ত করোনা রোগী থাকতে পারেন বলে ধারণা কবরস্থান ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্তদের।

ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মমিনুর রহমান মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘দাফনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঠিক কারণ বলা কঠিন। তবে এ সময় অনেকে সঠিক চিকিৎসা নিচ্ছেন না বা চিকিৎসার সুযোগ কমে যাওয়া একটা কারণ হতে পারে।’

আজিমপুর কবরস্থানের সহকারী মোহরার মো. নূরুল হুদা কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘লাশ নিয়ে এলে কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র দেখে দাফনের অনুমতি দিই। ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আমরাও জানতে পারি না। এত লাশ এর আগে আসত না।’

কবর খোঁড়ার দায়িত্বে থাকা মো. আশিকুর রহমান জুয়েল বলেন, ‘অনেক লাশ আসছে কবরস্থানে। আমি পাঁচ বছরের মধ্যে আগে এত লাশ দেখি নাই। লকডাউন (সাধারণ ছুটি) শুরুর পর থাইক্যা লাশের সংখ্যা বাড়ছে।’ সুত্র-কালের কণ্ঠ

ভারতে ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ করোনা শনাক্ত, ৩৪৩ মৃত্যু

ভারতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। সবশেষ ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ সংখ্যক করোনা ভাইরাস আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ৩৪৩ জনের। মোট মৃত্যু গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৬০২ জনে।

আজ শুক্রবার ভারতের সরকারি দফতরের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে টাইম অব ইন্ডিয়া।

একদিনেই ভারতে করোনা শনাক্ত হয়েছে ১৪ হাজার ৫২ জনের। যা মহামারি দেখা দেওয়ার পর থেকে সর্বোচ্চ। এখন পর্যন্ত ভারতে মোট শনাক্ত ৩ লাখ ৮০ হাজার ৫৩২ জন।

শুধু মহারাষ্ট্রে ৩ হাজার ৭৫২ এবং রাজধানী দিল্লিতে শনাক্ত ২ হাজার ৮৭৭ জন।

দেশটিতে ২৪ ঘণ্টায় ৩৪৩ জন নিয়ে মোট মৃত্যু গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৬০২ জনে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রেই মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৬ হাজার।

তবে ভারতে আশার আলো দেখাচ্ছে সুস্থতার হার। সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৪৭৭১ জন। সূত্র- কালের কণ্ঠ

করোনাকালে নতুন রোগে গবাদিপশুর মহামারী

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের থাবায় অসহায় হয়ে পড়েছে বিশ্বের অন্তত ২১৩টি দেশ ও অঞ্চল। এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ১ হাজার ১৯২ জন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৩৪৩ জনের।

করোনার এই সংক্রমণের মধ্যেই রংপুর বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে গবাদিপশুর ‘লাম্পিভাইরাস’ নামের নতুন এক ধরনের চর্মরোগ। গত দুই সপ্তাহে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বিভাগের আট জেলায় তিন শতাধিক গরুর মৃত্যু হয়েছে। ৫০ হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অধিদফতর জানিয়েছে প্রত্যেক এলাকায় এখন গরুর এই দূরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিয়েছে।
‘লাম্পি স্কিন ডিজিস’ নামের এই রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।

এর কোনও প্রতিষেধক না থাকায় পালিত গরু নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন এই অঞ্চলের মানুষ।

অনেকে না বুঝেই গ্রাম্য পশু চিকিৎসককে মোটা অংকের টাকা দিয়ে হচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত। গরুপ্রতি দুই থেকে তিন হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে কৃষকদের। এতে গরু মারা না গেলেও সুস্থ্য হতে বেশ সময় লাগছে। তবে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর বলছে, একমাত্র সচেতনতাই পারে এই রোগের প্রতিকার করতে। সংক্রামক ব্যাধি লাম্পি রোধে গোয়াল ঘরের মশা-মাছি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সচেতন থাকতে হবে।

করোনাভাইরাসের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়ায় কৃষকসহ সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। তার ওপর কোরবানি ঈদের আগে আকস্মিকভাবে গবাদিপশু লাম্পিভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় এ অঞ্চলের গরু খামারিসহ কৃষকদের মাঝে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার কোলকোন্দ, সদর উপজেলার মমিনপুর, তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালিসহ বিভিন্ন এলাকার খামারি ও কৃষকরা জানান, প্রথমে গরুর শরীরে তীব্র মাত্রার জ্বর আসে। এরপর আস্তে আস্তে সারা শরীরে চামড়ায় গোটা গোটা হয়ে যায়। গলাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে যাওয়ায় গরু ঘাস, খড় বা ভূষি কিছুই খেতে পারে না। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ে গিয়ে কোন প্রতিকার পাচ্ছে না তারা। ফলে পল্লী চিকিৎসকদের দ্বারস্থ হয়ে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ও ইনজেকশন দিলেও তেমন কোনও কাজে আসছে না।

তারাগঞ্জের ইকরচালি গ্রামের আব্দুল হক জানান, তার তিনটি গরু অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আসন্ন কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে যত্ন করে গরু বড় করেছেন একটু বেশি দাম পাবার আশায়। কিন্তু গরুর সারা শরীরে গোটা গোটা দানার মত (ফোসকা জাতীয়) হওয়ায় কোরবানির হাটে দাম পাওয়া যাবে না বলে আশঙ্কা করেন তিনি। একই ধরনের কথা জানালেন তারাগঞ্জের সয়ার এলাকার সামছুল হক, রমজান আলীসহ অনেকে।

তারা জানান, বিশেষ করে বাচ্চা গরুগুলো (বাছুর) আক্রান্ত হলে দুই থেকে তিনদিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছে। তাদের এলাকায় গত ১০ দিনে অন্তত ১০টি গরু ও বাছুর মারা গেছে বলে জানান তারা।

রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর এলাকায় শত শত গরু গোয়াল ঘরে অজ্ঞাত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। কৃষক সখিনা বেগম জানান, তার চারটি বলদ গরু কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে খেয়ে না খেয়ে অনেক কষ্টে বড় করেছেন। এর মধ্যে দুটি গরু অজ্ঞাত রোগে

আক্রান্ত হয়ে এখন কিছুই খেতে চায় না, ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। গ্রামের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন জানিয়ে সখিনা বলেন, শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও গরুর শরীরে ফোসকার মত গুটি হওয়ায় চাহিদার অর্ধেক দামও পাওয়া যাবে না। ওই এলাকার একাধিক কৃষক একই ধরনের কথা জানান।

গঙ্গাচড়া উপজেলার কোলকোন্দ এলাকায় প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই গবাদিপশুর ওই রোগ দেখা দিয়েছে। হাউমাউ করে কেঁদে প্রান্তিক কৃষক নিজামউদ্দিন বলেন, ‘করোনায় কোনোটে (কোথাও) কাম মেলেনো। সারাদিনে একবেলা খ্যায়া কোনমতে বাঁচি আছি। আশা আছিল ঈদোত গরু দুইটা বেচাইলে আর এমন কষ্ট থাইকপার নয়। তারোতো ব্যারাম (রোগ) হইচে, কোনদিন বা মরি যায়। এ্যালা নিজে বাঁচমো না গরুক বাঁচামো!’

কোলকোন্দ ইউনিয়নের এআই টেকনিশিয়ান কাফিনুর রহমান গণমাধ্যমকে জানান, লাম্পি গরুর একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এটি একটি এলাকার গরুতে আক্রান্ত হলে পরবর্তীতে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের টীকা এখনো আবিষ্কার না হলেও সময়মতো চিকিৎসা করালে গরু সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। তিনি নিজেও কয়েকটি গরুর চিকিৎসা করে ভালো করেছেন বলে জানান।

রংপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এএসএম সাদেকুর রহমান বলেন, অফিসে প্রতিদিনই চিকিৎসার জন্য অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত গরু নিয়ে আসছেন খামার মালিক ও কৃষকরা। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তবে মশা-মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষা ও পরিচর্যা করলে কিছুটা হলেও রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে জানান তিনি।

গঙ্গাচড়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নুরুল আজিজ বলেন, লাম্পি নামে যে রোগটি গরুতে আক্রান্ত হচ্ছে এতে করে আমাদের এলাকায় গরু মারা যাওয়ার তথ্য নেই। সময়মতো চিকিৎসা করলে এ রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাচ্ছে। এ রোগ থেকে গরুকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন এলাকায় উঠান বৈঠকসহ কৃষকদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া আক্রান্ত গরুকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতালে নিলে অল্প খরচে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

রংপুর বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের উপপরিচালক ডা. হাবিবুল হক গণমাধ্যমকে জানান, এ রোগের প্রকৃত কোনও ওষুধ নেই। এ রোগটি ইতিপূর্বে ঝিনাইদহে দেখা দিয়েছিল, এখন রংপুর বিভাগের সর্বত্র

ছড়িয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় এক লাখ গরুকে প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন কৃষকদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে গরুকে নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। সূত্র-যুগান্তর

মৃত্যু গোপন করছে বিভিন্ন দেশ, বিশ্বে করোনায় প্রাণহানি সাড়ে ৪ লাখ

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সাড়ে চার লাখের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তবে এ পরিসংখ্যান সঠিক নয় বলছে বিবিসির একটি গবেষণা। এতে বলা হয়, বিভিন্ন দেশ মৃতের সংখ্যা গোপন করছে। আরও অন্তত এক লাখ ৩০ হাজার মানুষ মারা গেছেন কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে, যাদের নাম মৃতের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

বিবিসি বলছে, অন্তত ২৭টি দেশের তথ্য যাচাই করে দেখা গেছে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে এ মহামারীতে সেসব দেশে মৃত্যুর সংখ্যা এবং হার বেশি।

বিশ্বব্যাপী নানা দেশের সরকার যে তথ্য দিচ্ছে তার চেয়ে আসল মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি। যুক্তরাজ্যে অন্য বছরের তুলনায় একই সময়ে ৪৩ শতাংশ বেশি মানুষ মারা গেছেন।

৬৪ হাজার ৫০০ মানুষ বেশি মারা গেছেন স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে। দেশটিতে সরকারি হিসেবে করোনায় মৃত্যু ৪২ হাজারের কিছু বেশি।

স্পেনে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ৫০ শতাংশ মানুষ বেশি মারা গেছেন। প্রায় ৪২ হাজার ৯০০ মানুষ বেশি মারা গেছেন দেশটিতে। এ পরিসংখ্যান ২ মার্চ থেকে ১৭ মে পর্যন্ত। একই সময়ে করোনাসংক্রান্ত রোগে আনুষ্ঠানিক মৃতের সংখ্যা ২৭ হাজার ৭০৯ জন।

বেলজিয়ামে ৩৭ শতাংশ বেশি মানুষ মারা গেছেন। স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৮১০০ জন বেশি মানুষ মারা গেছেন এ করোনার সময়ে।

আনুষ্ঠানিকভাবে ৯ হাজার ৬০০-এর বেশি মানুষ মারা গেছেন দেশটিতে।

ইতালিতে মৃত্যুর সংখ্যা ৪০ শতাংশ বেশি। প্রায় ৪২ হাজার ৯০০ ব্যক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মারা গেছেন। সরকারি পরিসংখ্যানে করোনায় দেশটিতে মৃতের সংখ্যা ৩৪ হাজারের বেশি।

ব্রাজিলেও স্বাভাবিক সময় থেকে মারা গেছে ৩৮ শতাংশ বেশি, যা ১৯ হাজার ৩শ’ জন। সরকারি হিসাবে ৪৬ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন লাতিন আমেরিকার দেশটিতে।

স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৯৭ হাজার ৩০০ মানুষ বেশি মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা ১৬ শতাংশ বেশি। এখন পর্যন্ত দেশটিতে সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে ১ লাখ ১৯ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

রাশিয়ায় স্বাভাবিকের তুলনায় ৩০ শতাংশ মানুষ বেশি মারা গেছেন, যা সংখ্যায় ৯ হাজার ১০০। রুশ কর্তৃপক্ষ করোনায় মৃতের সংখ্যা জানিয়েছে সাত হাজারের সামান্য বেশি।

ইন্দোনেশিয়ায় মৃত্যু বেড়েছে ৫৫ শতাংশ, যা ৪ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি। আনুষ্ঠানিকভাবে ৫১৭ জন করোনায় মারা গেছেন দেশটিতে।

এদিকে বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডওমিটারসের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৫ লাখ ১৫ হাজার ৯২৮ জন। মারা গেছেন চার লাখ ৫৩ হাজার ৫৮২ জন।

অবস্থা আশঙ্কাজনক ৫৪ হাজার ৪৭৮ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৪৪ লাখ ৮৮ হাজার ৫২৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক লাখ ৪৫ হাজার ৯৫৪, মৃত্যু হয়েছে পাঁচ হাজার ২৬৪ জনের।

বিশ্ব তালিকায় শীর্ষে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্ত ২২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৭১, মৃত্যু হয়েছে এক লাখ ২০ হাজার ৯৪১ জনের। দ্বিতীয় স্থানে ব্রাজিল, দেশটিতে আক্রান্ত ৯ লাখ ৬৫ হাজার ৩০৯, মারা গেছেন ৪৬ হাজার ৮৬৫ জন। তৃতীয় স্থানে থাকা রাশিয়ায় রোগী পাঁচ লাখ ৬১ হাজার ৯১, মৃত্যু হয়েছে সাত হাজার ৬৬০ জনের। চতুর্থ স্থানে ভারত।

দেশটিতে আক্রান্ত তিন লাখ ৭৮ হাজার ১৭১, মৃত্যু হয়েছে ১২ হাজার ৫৩৯ জনের। এরপর যুক্তরাজ্যে আক্রান্ত তিন লাখ ৪৬৯, মৃত্যু হয়েছে

৪২ হাজার ২৮৮ জনের। স্পেনে আক্রান্ত দুই লাখ ৯২ হাজার ৩৬৩, মারা গেছেন ২৭ হাজার ১৩৬ জন।

ইতালিতে ছাড়িয়ে সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে পেরু। দেশটিতে মোট আক্রান্ত দুই লাখ ৪০ হাজার ৯০৮ জন, মৃত্যু হয়েছে সাত হাজার ২৫৭ জনের। অন্যদিকে আক্রান্ত দুই লাখ ৩৮ হাজার ১৫৯, মারা গেছেন ৩৪ হাজার ৫১৪ জন।

যুক্তরাষ্ট্রে আর লকডাউন হবে না -ট্রাম্প: যুক্তরাষ্ট্রে আর লকডাউন ঘোষণা করা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমরা আর দেশ বন্ধ করব না। আমাদের তা করার দরকারও পড়বে না।

এর আগে হোয়াইট হাউসের অর্থনীতি উপদেষ্টা ল্যারি কুডলো ও রাজস্ব বিভাগের সচিব স্টিভেন এমনুচিন বলেছিলেন, আর হয়তো অর্থনৈতিক শাটডাউন করবে না যুক্তরাষ্ট্র। তাদের মন্তব্যের পরই ট্রাম্পের লকডাউন না দেয়ার ঘোষণা এল।

রাশিয়ায় মানব শরীরে ভ্যাকসিন প্রয়োগ: রাশিয়ায় মানব শরীরে পরীক্ষামূলকভাবে করোনভাইরাসের ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছে। মস্কোর গ্যামেলিয়া রিসার্চ ইন্সটিটিউটে এ পরীক্ষা চালানো হয়।

করোনার ভ্যাকসিন প্রয়োগের জন্য স্বেচ্ছাসেবকের দুটি দল গঠন করা হয়েছে। প্রতি দলে ৩৮ জন করে রয়েছেন। এক দলের ওপর পাউডার ফর্মে করোনা ভ্যাকসিন এবং অন্য দলের ওপর তরল আকারে করোনা ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছে।

হিউম্যান ট্রায়াল চালাবে কিওরভ্যাক: এ মাসেই করোনা টিকার হিউম্যান ট্রায়াল চালাবে জার্মান প্রতিষ্ঠান কিওরভ্যাক। এ নিয়ে দেশটির দ্বিতীয় কোনো কোম্পানি মানবদেহে করোনার টিকা পরীক্ষার অনুমতি পেল।

বুধবার জার্মানির টিকা পরীক্ষা ও অনুমোদন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান পাউল এয়ারলিশ ইন্সটিটিউট এ তথ্য জানিয়েছে। ১৬৮ স্বেচ্ছাসেবীর ওপর পরীক্ষা চালাবে কিওরভ্যাক।

এ মাসেই ১৪৪ জনকে টিকা দেয়া হবে। প্রাথমিক ফল সন্তোষজনক হলে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে আরও বড় পরিসরে পরীক্ষা শুরু হবে।

রোগীদের জন্য প্রয়োজনে নিজের বাড়ি দিয়ে দেব -মমতা:

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেও গুরুতর অসুস্থ নন এমন রোগীদের জন্য ‘সেফ হাউস’ চালু করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেখানে দিনে দু’বার চিকিৎসকরা গিয়ে রোগীদের দেখে আসবেন। শুধু যারা গুরুতর অসুস্থ তাদেরই হাসপাতালে ভর্তি করা হবে।

বুধবার এ ঘোষণা দিয়েছেন রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি জানান, রাজ্যজুড়ে ১০৪টি সেফ হাউস চালু করা হবে। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লে প্রয়োজনে সেফ হাউস আরও বাড়ানো হবে। এ কাজে প্রয়োজনে নিজের বাড়িটিও দিয়ে দিতে পারেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

করোনায় মারা গেলেন আমাজনবন্ধু আদিবাসী নেতা: প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে মারা গেছেন পৃথিবীর ফুসফুস হিসেবে পরিচিত আমাজন জঙ্গলের অন্যতম রক্ষাকর্তা, পরিবেশবন্ধু ও পরিচিত আদিবাসী নেতা পাউলিনহো পাইয়াকান। মঙ্গলবার ব্রাজিলের রেডেনকাও শহরের একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। আমাজন বনের কায়াপো আদিবাসী গোত্রের নেতা ছিলেন পাইয়াকান। ১৯৮০ সালে বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম ব্রাজিলের বেলো মন্টে হাইড্রোইলেকট্রিক ড্যাম প্রজেক্টের প্রতিবাদ করে বিশ্বের নজরে আসেন এ আদিবাসী নেতা।

তার সক্রিয় ভূমিকার কারণেই বিশ্বের পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো পরিবেশ বিধ্বংসী এ বাঁধ নির্মাণের বিপক্ষে সোচ্চার হয়। পরে তীব্র আন্দোলনের কারণে দীর্ঘতম এ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয় বিশ্বব্যাংক। তবে থামানো যায়নি এ বাঁধের নির্মাণকাজ।

সূত্র-যুগান্তর

‘করোনাভাইরাস আরও তিন বছর থাকতে পারে’

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ আরও দুই-তিন বছর থাকতে পারে বলে মন্তব্য

করেছেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত হেলথ বুলেটিন উপস্থাপনের আগে দেওয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী করোনা পরিস্থিতি ২-৩ মাসে শেষ হচ্ছে না। এটি দুই থেকে তিন বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় স্থায়ী হবে। যদিও সংক্রমণের মাত্রা উচ্চহারে নাও থাকতে পারে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্যক উপলব্ধি করেন, এই মুহূর্তে তিনিই দেশের সবচেয়ে ব্যস্ততম ব্যক্তি। এটি শুধুমাত্র স্বাস্থ্যগত বিষয় নয়; এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক, যোগাযোগ, ধর্ম, বাণিজ্য, অর্থাৎ জীবনের সকল উপজীব্যকে ঘিরে। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে অধিকতর জোরালো নজর দিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ২ হাজার চিকিৎসক ও ৫ হাজার নার্স নিয়োগ এ তৎপরতারই অংশ।

তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, করোনা সংক্রমণের কিছুকাল পরেই বাংলাদেশে সংক্রমণের উঁচু হার কমে আসতে পারে। কিন্তু করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করলে অনেক লুকায়িত ও মৃত কেসও শনাক্ত হবে। সে ক্ষেত্রে সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ একটি জনবহুল ও অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। অন্যদিকে করোনাভাইরাসও অত্যন্ত ছোঁয়াচে একটি ভাইরাস। এ কারণে অসতর্ক চলাফেরা এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে না চললে এ দেশের সংক্রমণের হার মোকাবেলা করা কঠিন।

করোনায় চিকিৎসকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় সমবেদনা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমাদের সকলের হৃদয় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। আমরা নিবেদিত অনেক চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সংবাদিকসহ অনেক শীর্ষ রাজনীতিদ, বিশিষ্ট ও গুণীজন এবং অনেক মানুষকে হারিয়েছি। এটি জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি

গভীর সমবেদনা জানাই।

বক্তব্যে নিজের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়ে অধ্যাপক ডা. আজাদ বলেন, আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বেশ কয়েক দিন চিকিৎসা নিতে হয়েছে। আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া, সবার দোয়ায় আমি চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছি।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩ হাজার ৮০৩ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ দুই হাজার ২৯২ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩৮ জন। এ নিয়ে দেশে মোট মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৩৪৩ জনের। সূত্র-যুগান্তর